কালাধারে স্বপ্ন

পঙ্কজ সাহা

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

ভালোবাসার সীমান্ত আলোছায়া	৭-২৩
তোমার মুখ পৃথিবীর মানচিত্রে	৯
তুমি যদি না বলো	১১
প্রাকবর্ষা	১২
মেঘ শতক	১৩
তুমি কি	১৫
নুড়িপাথর	১৬
নিষেধাজ্ঞা	১৭
দাম্পত্য ন্যাপথলিন	১৮
এই জল এই জলে	১৯
মেয়ে এবং মেয়ে	২০
শেষ শিল্প	২১
বিষগান	২২
সময়ের ছাই	২৩
সময়ে ভেসে আছে দেশ	২৫-৩৫
ভারতবর্ষ	২৭
কেন	২৯
সীমান্তে	৩০
শেষ হয়ে যাবার উপরে	৩১
ইঁদুর বেড়াল খেলা	৩২
একদিন রাত্রে	৩৩
দুঃস্বপ্নের ঘুম আসে না	৩৫
জীবনের মুখোমুখি জীবন	৩৭-৫০
সেই কি শিখা	৩৯
সময় জীবন	৪০

মানুষ গন্ধ	৪১
আরেক জন্মের	৪২
দুঃখবীজ	৪৩
অপরিচয়	৪৪
একটা পা ক্রাচ	৪৫
পাপ-পুণ্যের সেতু পেরিয়ে	৪৬
চক্র	৪৭
কোথায়	৪৮
জন্মগাথা	৪৯
মহাজাগতিক	৫০
খুলে যায় ভেতরের দরজা	৫১-৭২
ধ্বনি প্রতিধ্বনি	৫৩
তবে কখন	৫৪
কে যেন	৫৫
ভেতরের মানুষ	৫৬
সৌরজীবন	৫৭
কোন সময়	৫৮
নীরবতার নীচে	৫৯
সম্পূর্ণ করে	৬০
জলধারা	৬১
অনন্ত জীবনকথা	৬২
জীবন একটা গান	৬৩
প্রশ্নমালা	৬৪
না-ঠিকানা	৬৫
অক্ষর জল	৬৬
স্মৃতি-বিস্মৃতি	৬৭
বয়স	৬৮
দরজা খুলে	৬৯
আত্মজীবনী	৭০
আমি	৭১
কালাধারে স্বপ্ন	৭২

ভালোবাসার সীমান্ত
আলোছায়া

তোমার মুখ পৃথিবীর মানচিত্রে

বার্লিন থেকে তোমার জন্যে
একটা কবিতার বই এনেছিলাম,
রিও ডি জেনেরো থেকে
এক গুচ্ছ ফুল।

নিসে তোমার ভিলার
একলা হবার পথে
এক টুকরো রোদ
শুয়ে আছে,
তার গায়ে
উইপিং উইলো গাছের
ছায়ার আদর।

একটু দূরেই
তোমার বাগান-ঘরের আভাস,
তুমি হয়তো অপেক্ষায়
আমি আজ আসব।

তোমাকে কখনও দেখিনি,
মিলান থেকে প্রথম তুমি
আমায় চিঠি লিখেছিলে,
সে চিঠিতে ল্যাভেন্ডারের
হালকা গন্ধ ছিল,
হেমন্তর মেপল পাতার রং
তোমার চিঠির অক্ষরে।

তারপর ক্যালেন্ডারের অনেকগুলো পাতা
উলটে গেছে,
এখন এই দুপুরে
তোমার ঘরের পথে
আমার যে হঠাৎ খুব খিদে পাচ্ছে।

তোমার বাগান ঘরের মৃদু উষ্ণতায়
ল্যাপটপ পশম কাঁটা
ফুলদানি খুলে রাখা নরম মোজা
এই সব অনেক কিছুর মধ্যে
একটু খাবারও আছে তো!

আমার যে এখন খিদে বাড়ছে,
আসলে আমার জন্ম তো
ভাঙা বাংলায়।

তুমি যদি না বলো

তুমি যদি না বলো আমি বলি হ্যাঁ
তুমি যদি হ্যাঁ বলো আমি বলি না
তার থেকে ঝরে পড়ে সূর্যসোনা।

সাতঘোড়া রথে চেপে পথ পারাপার
কথা থাকে ব্যথা থাকে যার যার তার
হ্যাঁ থেকে না থেকে হ্যাঁ থেকে না
টুংটাং শোধ হয় কথার দেনা
তারপর সব থেমে চোখ ভরে জলে
মন ছুঁয়ে ডাক দিই আর কোন ছলে!

প্রাকবর্ষা

প্রাকবর্ষা জ্বলছে এখন
ধুনি জ্বেলে বসে রক্তচক্ষু,
আকাশে চিল শকুন,
চাতকদের পাখার শব্দ নেই
স্মৃতির কাছাকাছি।

মাধুর্যের উপরে রৌদ্রের ফলা
ঝোড়ো ত্রিশূল,
প্রায় অবিশ্বাস্য যে একদিন
আকাশে মেঘ আসবে
মেঘের নীচে দিয়ে উড়ে যাবে
সাদা বকের সারি
আমি তোমার বাড়ির দিকে
নৌকোর পাল তুলে দেব
অন্ধকারে ঝরে পড়বে
গ্রীষ্মের ঘাম টুপটাপ।

বর্ষাতি গায়ে একটা চিঠি
আমার জন্যে যাত্রা করেছে
সূর্যের নীচে দিয়ে উড়ে আসছে
সেই চিঠি
আমি আকাশে মুখ তুলে
তার রৌদ্রগন্ধ পাচ্ছি।